নবীন লেখিকাদের জন্য কিছু পরামর্শ

আ হ সা ন   মো হা ম্ম দ

চট্রগ্রাম থেকে একজন নবীন লেখিকা তার কিছু গল্প ও প্রবন্ধ পাঠিয়েছিলেন সেগুলো পড়ে মতামত ও পরামর্শ দেবার জন্য। তার জন্য কিছু পরামর্শ তৈরী করেছিলাম। সেগুলি পেয়ে সে জানিয়েছিল যে তাতে তার অনেক উপকার হয়েছে। তখন মনে হল এ পরামর্শগুলো অন্য নবীন লেখিকাদের জন্য হয়তো কাজে লাগতে পারে। এ নিবন্ধে কেবলমাত্র প্রবন্ধ লেখার বিষয়ে পরামর্শ দেয়া হয়েছে, গল্প বা কবিতা এর উপজীব্য নয়।

১. প্রবন্ধের ক্ষেত্রে বিষয় নির্বাচন সম্ভবতঃ সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ। লেখালিখির ক্ষেত্রে তিন পক্ষ থাকে - পাঠক, লেখক ও প্রকাশক। পাঠকেরা যে বিষয়টি সম্পর্কে পড়তে আগ্রহী হবেন না, সে বিষয়ে লেখা প্রকাশক ছাপতে চাইবেন না। অনেক ক্ষেত্রে একই বিষয় নিয়ে বার বার লেখালিখি হলে পাঠক তার উপর আগ্রহ হারিয়ে ফেলে। আমাদের দেশের লেখিকাদের মধ্যে প্রবন্ধ লেখার আগ্রহ বেশ কম। যারাও বা আগ্রহী হন তাদের অধিকাংশ নারী অধিকার জাতীয় বিষয় নিয়ে লিখতে বেশী পছন্দ করেন। যারা অন্যান্য বিষয় যেমন অর্থনীতি, রাজনীতি, সমাজতত্ব ইত্যাদি নিয়ে লিখে থাকেন পাঠকের কাছে তাদের লেখার আকর্ষণ তুলনামূলকভাবে বেশী থাকে। নারী সম্পর্কিত বিষয়গুলির মধ্যেও গতানুগতিকতা লক্ষ্য করা যায়। দেখা যায় একপক্ষ নারীর দুদর্শাকেই কেবল উপস্থাপন করে থাকেন। তাদের লেখা পড়লে মনে হয় যে বাংলাদেশে নারীরা ক্রীতদাসীদের মত বসবাস করছে এবং তাদের সকল দুর্দশার কারণ হচ্ছে এ দেশের মানুষের ধর্ম বিশ্বাস। অপরদিকে আরেক দলের লেখার প্রধান উপজীব্য হচ্ছে নারী স্বাধীনতার অপকারিতা। একেতো বিষয়গুলি নিয়ে অনেক লেখালিখি হয়েছে, তার উপর এ সকল লেখাতে যতটুকু না গভীরতা থাকে, তার থেকে বেশী থাকে বিশেষ মত বা মতবাদ প্রচারের আকাঙ্খা। নারীকে নিয়ে লিখতে গিয়েও নতুন ও বুদ্ধিদীপ্ত বিষয় যেমন সরকারী বাজেটে নারীর হিস্যা কতটুকু ইত্যাদি অবতারণা করা যেতে পারে।

২. প্রবন্ধ হচ্ছে শব্দ দিয়ে বোনা শিল্প। প্রবন্ধ লেখা অনেকটা শব্দের সুতো বুনে বুনে একটি নকসা বা ছবি ফুটিয়ে তোলার মত। সে ক্ষেত্রে শব্দের বুনুনী যেমন ভালো হওয়া প্রয়োজন তেমনি দরকার মূল বক্তব্যটি সুন্দর করে ফুটিয়ে তোলা। এজন্য লেখা শুরু করে দেয়ার আগেই প্রবন্ধের মূল বক্তব্যের পাশাপাশি তার কাঠামো অর্থাৎ তাতে কোন কোন প্যারাগ্রাফ থাকবে এবং তাতে কি থাকবে তা ঠিক করে নেয়া ভালো। দেখা যায় কোন ধরণের কাঠামো অনুসরণ না করার কারণে একই কথা বার বার বলা হয়ে যায় এবং আগের কথা পরে ও পরের কথা আগে চলে আসে। একটি ভালো প্রবন্ধের একটি সূচনা থাকে যাতে সাধারণতঃ পাঠককে ধারণা দেয়া হয় যে প্রবন্ধটিতে কি বলা হচ্ছে। এর পর প্রবন্ধের বক্তব্যের বিকাশ ঘটানো হয় উদাহরণ, যুক্তি, তথ্য, পরিসংখ্যান ইত্যাদি দিয়ে। তারপর সমাপ্তি টানা হয়। সূচনাটি বিভিন্ন ভাবে হতে পারে - সাদামাটাভাবে যেমন বলে দেয়া যেতে পারে যে এ প্রবন্ধে কি নিয়ে আলোচনা করা হবে; আবার কোন ঘটনা দিয়েও শুরু করা যেতে পারে। তবে কোন ঘটনা বা কাহিনী দিয়ে শুরু করার ক্ষেত্রে যথেষ্ট যত্নবান হওয়া দরকার। এক্ষেত্রে কোন ঐতিহাসিক ঘটনা, কোন নামকরা উপন্যাস, নাটক বা সিনেমার কাহিনী ইত্যাদি ব্যবহার করা যেতে পারে। তবে তাকে শুধু প্রবন্ধের মূল বক্তব্যের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হলেই চলবে না পুরো প্রবন্ধ তার উপর ভিত্তি করেই বিকশিত হলে ভালো

হয়। উদাহরণস্বরূপ একটি প্রবন্ধের কথা বলা যায়। এটি লেখা হয়েছিল লন্ডন ট্রেন স্টেশনে সন্ত্রাসী হামলার পর। তাতে ওয়াগ দ্যা ডগ নামে একটি সিনেমার কাহিনী উল্লেখ করা হয়েছিল যাতে দেখানো হয়েছিল কিভাবে আমেরিকান রাজনীতিকরা মিডিয়াকে ব্যবহার করে একটি মিথ্যাকে সত্য ঘটনা হিসাবে প্রচার করে তার ভিত্তিতে যুদ্ধ বাঁধিয়ে দেয় এবং সে যুদ্ধের উদ্দেশ্য থাকে কেবলমাত্র কোন রাজনীতিকের (এ ক্ষেত্রে প্রেসিডেন্টের) কোন কেলেঙ্কারী ঢাকা। তার পর কয়েকটি প্যারাগ্রাফেই পাঠকের কাছে পরিস্কার হয়ে যায় যে আসলে লেখক কি বলতে চাচ্ছেন।

প্রবন্ধের মূল অংশে যেখানে বক্তব্যের বিকাশ ঘটানো হয় সেখানে প্যারাগ্রাফগুলো সাজানো গুরুত্বপূর্ণ। একটি প্যারাতে কেবলমাত্র একটি বিষয়েই লেখা ভালো। প্যারাগুলোকে এমনভাবে সাজানো উচিৎ যাতে তাদের মধ্যকার সম্পর্কটি রক্ষিত হয়। যে ক্ষেত্রে প্যারাগ্রাফগুলোর একটির উপরে আরেকটি নির্ভরশীল নয় সে ক্ষেত্রে তাদেরকে ১, ২, ৩ .. বা ক, খ, গ .. ইত্যাদি নম্বর দিয়ে সাজালো ভালো হয়। তাতে লেখিকার বক্তব্য যে স্পষ্ট ও নির্দিষ্ট তা বোঝা যায়। এক বা একাধিক প্যারা দিয়ে সমাপ্তি টানা যেতে পারে। তাতে কখনো লেখক পুরো প্রবন্ধের সার সংক্ষেপ বলেন, কখনো বা আলোচনা থেকে যে যৌক্তিক সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া গেল তা বর্ণনা করেন, কখনো বা কোন গল্প, ঘটনা বা কোন বিখ্যাত উক্তি দিয়ে শেষ করেন। শেষোক্ত ক্ষেত্রে যথেষ্ট সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে যেন যে গল্প, ঘটনা বা বিখ্যাত উক্তি দিয়ে শেষ করা হলো তা দিয়ে শেষ কথাটি ভালোভাবে বোঝানো যায়।

একটি সুবিন্যস্ত প্রবন্ধে দ্রুতপঠনের ব্যবস্থাও থেকে থাকে। বিশেষ করে পত্রিকায় প্রকাশিত প্রবন্ধের আদ্যোপান্ত পড়ার সময় বা ধৈর্য্য অনেকেরই থাকে না। তারা এক নযরে দেখে প্রবন্ধে কি বলা হচ্ছে তা বোঝার চেষ্টা করেন এবং কোন প্রবন্ধ বা তার কোন অংশ আগ্রহ সৃষ্টি করলে সেটুকু পড়েন। এক নযরে পড়ার ক্ষেত্রে অনেকেই প্রথম ও শেষ প্যারাটা এবং বাকী প্যারাগুলোর প্রথম লাইন পড়ে থাকেন। তাতে একদিকে যেমন প্রবন্ধে কি বলতে চাওয়া হচ্ছে তা বোঝা যায় তেমনি কোন প্যারাতে কি বিষয়ে বলা হয়েছে তাও জানা যায়।

৩. আবেগ, পূর্বধারণা বা পক্ষপাতিত্বের প্রকাশ প্রবন্ধের মানকে মারাত্মকভাবে ক্ষতি করে। অধিকাংশ পাঠক সত্য জানতে চায়। এমনকি কোন দল বা মতের অন্ধ সমর্থকেরাও চায় আসল ঘটনা কি হচ্ছে তা জানতে। তাছাড়া লেখালিখির মূল উদ্দেশ্য হওয়া উচিৎ ঘটনা, তথ্য ও পরিসংখ্যান বিশ্লেষণ করে সত্যে উপনীত হওয়া এবং সে সত্যকে প্রকাশ করা। প্রবন্ধের কাঠামো নির্ধারণ, শব্দ চয়ন, যুক্তির প্রয়োগ ইত্যাদির ক্ষেত্রে এ বিষয়টি মাথায় রাখা উচিৎ। বিষয়গুলো নিরপেক্ষভাবে বিশ্লেষণ করে পাঠকের কাছে উপস্থাপন করতে হবে। অধিকাংশ পাঠক খুশি হবেন যদি লেখিকা খোলামনে বিষয়টির বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করেন। এক্ষেত্রে যত বেশী নৈবক্তিকতা বজায় রাখা হবে, পাঠক ততো বেশী আপনার লেখাকে বিশ্বাস করেত পারবে এবং তার প্রতি আগ্রহী হবে।

৪. বাহুল্য শব্দ বা ভাষা হচ্ছে প্রবন্ধের শরীরে বাহুল্য মেদের মত। একটি ভালো প্রবন্ধে এ বাহুল্য থাকে না। একই কথা ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বার বার বলা হলে তা বিরক্তি উৎপাদন করতে পারে। ব্যাঙ্গাত্মক প্রবন্ধগুলোতে প্রয়োজনের অতিরিক্ত উপমা ও উৎপ্রেক্ষা ব্যবহার করার রীতি রয়েছে। তবে এ ক্ষেত্রে ভাষার মুন্সিয়ানা না থাকলে ভাষার প্রবাহ নষ্ট হয়ে যেতে পারে।

৫. প্রবন্ধের আকারও গুরুত্বপূর্ণ - বিশেষ করে পত্রিকায় প্রকাশের জন্য রচিত প্রবন্ধ সমূহে। একটি প্রমাণ সাইজের প্রবন্ধ ২০০০ এর মত শব্দে হয়ে থাকে।

৬. সামান্য তথ্যানুসন্ধান ও গবেষণা প্রবন্ধের মানকে অনেকগুন বাড়িয়ে দেয়। একটি উদাহরণ দেয়া যাক। বাংলাদেশে কিছুদিন আগে দাবী উঠেছিল যে নারীদের জন্য সরাসরি নির্বাচনের ব্যবস্থা করতে হবে। যারা এ দাবী তুলছিলেন তাদের কথা শুনে মনে হচ্ছিল যে নারীদের জন্য আসন সংরক্ষিত করে তাতে সরাসরি নির্বাচনের ব্যবস্থা যেন সারা বিশ্বেই রয়েছে; শুধু বাংলাদেশে নেই। কেউ কেউ বিষয়টি নিয়ে লিখেছিলেন এবং এর অযৌক্তিকতা বোঝাতে চাচ্ছিলেন। এ ধরণের কোন প্রবন্ধে যদি দেখানো হয় যে উন্নত বিশ্বের কোন কোন দেশের পার্লামেন্টে নারীরা কতটি আসন পেয়েছে তাহলে সহজেই প্রমাণ করা যায় যে সংসদে নারীর আসনের সাথে উক্ত দেশ ও সমাজে নারীর অবস্থানের তেমন কোন সম্পর্ক নেই। নবীন লেখিকাগণ যদি এ ধরণের তথ্যানুসন্ধানের জন্য ইন্টারনেটের সাহায্য নেন তাহলে তারা তাদের লেখাকে সহজেই সমৃদ্ধ করতে পারেন। প্রতিদিন পত্রিকা পড়ার সময় কাজে লাগতে পারে এমন তথ্য ডাইরীতে লিখে রাখলেও সেগুলি পরে ব্যবহার করা যায়।